R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ | ১১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৯ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০২ সাল। ২৬শে জুলাই, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা | বার্ষিক ৩০ টাকা

সুতোর অভাবে রেশম শিল্পীরা সঙ্কটের মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রেশম শিল্প এই মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ ব্লক ১ এর মির্জাপুর ও ২ ব্লকের পিয়ারাপুরের নিজস্ব ঘরোয়া কুটির শিল্প বলা চলে। প্রাচীনকাল থেকে এখানকার হাজার হাজার তন্তুবায় পরিবার রেশমের কাপড় বুনে এবং বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করে আসছেন। বর্তমানে সেই রেশম শিল্পের উপর নির্ভরশীল তাঁতিরা গভীর সংকটের মুখে। এর প্রধান কারণ রেশম সুতোর ব্যাপক অভাব। দীর্ঘ ১৫ বছরে এ ধরনের সুতোর সংকট দেখা যায়নি বলে শিল্পীদের অভিমত। তবে ৭৮-৭৯ সাল একবার এ ধরনের অভাব স্বল্প দিনের জন্য হয়েছিল বলে জনৈক প্রবীণ শিল্পী জানান। বর্তমানে এই সুতোর অভাবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় এবারের প্রচণ্ড খরার জন্য ভাইরাসঘটিত পেপরিং রোগে আক্রান্ত হওয়ায় রেশম গুটি পূর্ণ হবার আগেই পোকা মারা যায়। যার ফলে 'চৈতবন্দ' ও 'জ্যৈষ্ঠাবন্দ' নামে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাদশাহী সড়ককে পাকা করলে যাতায়াতে সময় বাঁচতো

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ বর্তমানে এন-এইচ ৩৪নং জাতীয় সড়ক উমরপুর হয়ে মোড়গ্রাম ব্রীজের উপর দিয়ে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, কলকাতা যাচ্ছে। পঃ বঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চল উড়িষ্যার সীমান্ত হয়ে যে সব রাস্তা ধরে ভারতের দক্ষিণে বা পূর্বে যাওয়া যায় সেগুলিতে যান চলাচলের ক্ষেত্রে কলকাতা ঘুরে যেতে হয়। এমন কি বীরভূম যেতে হলেও উমরপুর মোড়গ্রাম ভায়া রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, সিউড়ী যেতে বেশ কিছুটা পথ ঘুরতে হয়। মুরারই হয়ে যেতে হলে তো আরও ঘুর পথে পাড়ি জমাতে হবে। কিন্তু সুপ্রাচীন হুসেন শাহের বাদশাহী সড়ক যা এককালে মাহদহের গৌড় থেকে উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত যাওয়া যেত তা এখনও রয়েছে। কিন্তু সেটিকে উপযুক্তভাবে চলাচলের রাস্তা তৈরীর কোন প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত কি কংগ্রেসী সরকার বা পঃ বঙ্গের বাম সরকার কেউই (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরাতন ডাকবাংলো মোড় হয়ে বাস যাতায়াত বন্ধে ব্যবসায়ীরা বিপাকে

ধুলিয়ান ঃ গত তিন মাস ধরে পুরাতন ডাকবংলো মোড় হয়ে কোন যাত্রীবাহী বাস যাচ্ছে না। ফলে ঐ এলাকার ছোট বড় প্রায় পাঁচশো ব্যবসায়ী এক রকম বেকার হতে বসেছেন। তাঁদের অভিযোগ ঐ রাস্তায় টাঙ্গা, রিক্সা চালকরা পথ অবরোধ করে দৈনন্দিন এমন ঝামেলা সৃষ্টি করছিল যে বাস চলাচলে রীতিমত বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল। তার জন্য যাত্রীবাহী বাস ওপথে যাওয়া বন্ধ করে এন এইচ ৩৪ এর বাই পাস দিয়ে যাতায়াত করছে। কিন্তু তাতেও অসুবিধা চরমে। ঐ রাস্তায় নির্দিষ্ট কোন ষ্টপেজ নেই। তাছাড়া রাস্তার পরিসর ছোট হওয়ায় সেখানেও যাত্রী পাকড়াও করতে টাঙ্গা বা রিক্সা চালকরা যেভাবে রাস্তা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকছে তাতে পাকুড় বা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে যাতায়াতকারী যাত্রীদের বাসে ওঠা নামা দুষ্কর। তার উপর ওখানে কোন পুলিশ ট্রাফিকের ব্যবস্থা না থাকায় ভীড় বেসামাল হয়ে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে যাত্রীদের অভিযোগ। সকলেই দাবী করছেন পুরাতন ডাকবাংলো মোড়ে প্রশাসনিক তৎপরতায় সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং বাইপাশে পুলিশী ট্রাফিক।

কোল ড্রিংক্সের বোতলে ঢালাও মদ বিক্রী হচ্ছে

সাগরদীঘি ঃ এই থানার মোরগ্রাম বাস-ষ্ট্যাণ্ডের বোখারা ব্রিজের আশে-পাশের চা ও মিষ্টির দোকানগুলিতে প্রকাশ্যে মদ বিক্রী হচ্ছে। খবরে প্রকাশ, থামস্-আপ্, কোকাকোলা প্রভৃতি কোনও ড্রিংকসের খালি বোতলে মদ ভরা থাকছে। খদ্দের তা প্রকাশ্যে কিনে দোকানের পিছনে নির্দিষ্ট জায়গায় বসে খাচ্ছে। বাইরের লোক থামস্-আপ এর বোতল দেখে ভাবছে থামস্-আপই বিক্রী হচ্ছে—কিন্তু আসলে তাতে বিক্রী হচ্ছে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজ পড়ে বাবা ও ছেলের মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৬ জুলাই জরুর গ্রামের বাণী সেখ (৪০) তাঁর দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের মধ্যে চা খাচ্ছিলেন। সেই সময় টালের ছাদ ফুটে বাজ পড়লে ঘটনাস্থলেই বাণী ও তাঁর ১২ বছরের ছেলে পাপি মারা যায়। স্ত্রী ও অপর ছেলেটিকে আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ভরতুকী চালু থাকা সত্ত্বেও সারের দাম বাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্থানীয় চাষীরা সারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অভিমত সরকারী ভরতুকী এখনও চালু থাকায় সারের দাম বাড়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু বাজারে পরশ ডি-এ-পি বস্তা ৪৫০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৫০০/৫১০ টাকা। সুফলা ১৫ : ১৫ : ১৫ এর দাম ছিল বস্তা পিছু ৩১০ টাকা, সেটা বেড়ে হয়েছে ৪০০ টাকা। অবশ্য এ সবই (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০২ সাল

।। পুরসভাকে অনুরোধ ।।

জঙ্গিপুর পুরসভা পুনর্গঠিত হইয়াছে। পুরসভার গত নির্বাচনে বামফ্রন্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া পুরবোর্ড গঠন করিয়াছে। প্রত্যাশামত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পুনরায় একই পদে বহাল হইয়াছেন। বর্তমান চেয়ারম্যান তাঁহার অতীত কর্মকালে স্বপদ এবং পুরসভা সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এখন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন 'সীজনড' চেয়ারম্যান বলিতে কোন বাধা থাকিবার কথা নয়। বস্তুতঃ তিনি যে দলেরই হউন না কেন, তিনি তাঁহার আপন গুণে সকলের প্রীতি-শুভেচ্ছা লাভ করিতেছেন। এই জন্য তাঁহার নিকট পুরবাসীদের নানা প্রত্যাশা রহিয়াছে। তিনি এখন হইতে জঙ্গিপুর পুরসভাধীন কোন কোন এলাকার বিশেষ বিশেষ অসুবিধাগুলির দিকে দৃষ্টি দিবেন এবং সেইগুলি সমাধান করিবেন —ইহাই কাম্য। অবশ্য 'যেমন চলিয়াছে, তেমনই চলুক'—নীতি অবলম্বিত হইলেও করিবার কিছু নাই; কারণ বিরোধীপক্ষ সংখ্যাল্প হওয়ায় ক্ষমতাসীন দলকে কোনও-ভাবে বাধ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট দল এই দিক দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।

কিন্তু তবুও একটি মানবিক দিক আছে। আমরা এই বিষয়েই বর্তমান চেয়ারম্যান মহাশয়ের নিকট কিছু অনুরোধ করিতেছি।

এই পুরসভার ৮নং ওয়ার্ড ধনপতনগরের মানুষ বহুদিন যাবৎ অসুবিধার মধ্যে রহিয়াছেন। সেখানকার সঙ্গে জঙ্গিপুর শহরের সংযোগকারী রাস্তা অদ্যাবধি নির্মিত হয় নাই। ফলতঃ যাতায়াতের ব্যাপারে মানুষের অপরিসীম কষ্ট। রোগী ও আসন্নপ্রসবাদের হাসপাতালে লইয়া আসা প্রায় অসম্ভব। রাধানগর, এনায়েতনগর, ধনপতনগর প্রভৃতি অঞ্চল বর্ষাকালে জঙ্গিপুর শহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ না হওয়ায় অসুবিধা ও কষ্টের মাত্রা ক্রমবর্দ্ধমান। তাহা ছাড়া এই বৎসর পুরসভা সম্প্রসারিত হইয়াছে। আইলের উপর, বাগানবাড়ী, ফুলতলা অঞ্চল লইয়া ২০নং ওয়ার্ড গঠিত হইয়াছে। এখানেও রাস্তা সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন। তেমনি দরকার পথে আলোর ব্যবস্থা করার। জলসরবরাহ, নর্দমার ব্যবস্থা অপেক্ষা ওই-গুলির বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আশু প্রয়োজন। ক্ষমতাসীন পক্ষ ও বিরোধীপক্ষ একমত হইয়া এই অসুবিধাগুলি দূরীকরণার্থে কর্মসূচী স্থির করিয়া কাজে অবতীর্ণ হইবেন —পুরবাসীদের ইহাই একান্ত অনুরোধ।

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু উল্লেখ করা হইতেছে। রঘুনাথগঞ্জ শহরের কিছু রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বালি ও পাথর বিক্রয়ের জন্য জমা করা হয়। সেই জন্য রাস্তা সংকীর্ণ হইয়া যানবাহন চলাচল প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এখানকার তহবাজারের মূল স্থান ছাড়া দীর্ঘদিন পথের দুই পার্শ্বকে দখল করিয়া এমনভাবে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা চলিতেছে যে উভয় পার্শ্বের বাড়ীর লোক-জনদের পথে নামিবার কোন উপায় থাকে না। শীতের সময় কপির পাতাপচা গন্ধে চতুর্দিক ভরিয়া যায়। ক্রেতা-বিক্রেতার ভীড়ে পথকে পথ বলিয়া চিনিবার উপায় থাকে না। পুরসভা হইতে ইহারও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

যা হারিয়ে যায়

জলে মাঠ ঘাট থৈ থৈ। আম-জাম-বট-পাকুড়-বাবলা-শিরিষ-তাল-নারকেল-নিম গাছের মাথায় নিকষ কালো মেঘ। ঠিক পূর্ণ যৌবনা নারীর কালো বরণের মত। মেঘের চাদর ছিন্ন করে সব সময় অঝোরে ধারাপাত। পুকুর থেকে উজানের দিকে কৈ-মাগুর প্রভৃতি মৎস্যকুলের মিছিল। এখানে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথকে। পূর্ণ বর্ষায় 'সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা উপশিরা-গুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপ-ঝাড় ধানপাট ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেব কন্যারা যেন বাংলাদেশের তরুমূলবর্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।' সেই বর্ষাকে আর খুঁজে পাই না। বর্ষার সেই জলছবি হলুদ বনে নাকছাবির মত হারিয়ে গেছে। এই বর্ষায় পিয়ালতরুর কোলে মালতীলতার ছন্দের দোলন গেছে কেটে। মেঘের ডমরু বেসুরে বাজে। আসলে সব কিছুর অন্তরালে পরিবর্তন কাজ করে চলেছে। অবশ্য 'পরিবর্তন' তো সৃষ্টির ধর্ম। তাই ঋতুচক্রেও পরিবর্তন। তবুও মনে সাধ জাগে বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় আসবে তার বিজয় রথে। প্রকৃতির বুকে জাগবে সাড়া। শ্রাবণের সুরবাহারে বর্ষার সুরগুলি মীড়ের চরণ ছুঁয়ে পড়বে ঝরে। কদম কেতকীর বুকে লাগবে মাতন। আষাঢ় অথবা শ্রাবণের বাতাস হয়তো আমাদের কিছুক্ষণ ভুলিয়ে জীবনের লেন-দেন, লাভ-ক্ষতির শুভঙ্করী।

—অর্কনারায়ণ

জাতীয় শিক্ষক অজিত মুখার্জী চলে গেলেন

সাগরদীঘি ঃ ভানুবাবু আর নেই। সাগরদীঘি এস, এন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ভানুবাবু তথা অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় গত ১৫ জুলাই কলকাতার একটি নার্সিং হোমে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। সাগরদীঘির মানুষের কাছে তিনি 'ভানুবাবু' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর দিন কাটছিল কলকাতায় ছোট ছেলের কাছে। ছোট ছেলে ডাক্তার। ৬৫ বছর বয়সে শিক্ষকতার জীবনে অবসর গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই চোখ অপারেশন করতে গিয়ে তিনি দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন। দৃষ্টিহীন অবস্থায় তাই তাঁর অবসরের দিনগুলি কাটছিল। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক এবং সুদক্ষ স্কুল পরিচালক। তাঁর আমলেই সাগরদীঘি স্কুলের পঠন-পাঠনের চরম উন্নতি ঘটে। স্কুলটিকে তিনি নিজের শ্রম দিয়ে তিল তিল করে বড় করে তুলেছিলেন। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন স্কুলের প্রাণস্পন্দন। ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। শিক্ষকতার জগতে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো। সারাজীবন শিক্ষার আলো অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। ১৯৮১ সালে জাতীয় শিক্ষকের সম্মান রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। কলকাতা থেকে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাগরদীঘিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ১৭ জুলাই সাগরদীঘি বাজার বন্ধ থাকে। ১৭ থেকে ১৯ জুলাই তিনদিন স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৮ জুলাই রাত ১০টা নাগাদ ৪/৫ জন দুষ্কৃতি ৩৪নং জাতীয় সড়কের তালাই মোড়ে কেডিয়া পেট্রোল পাম্পে হামলা চালিয়ে নগদ ১৫ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে চলে যায়। জানা যায় ঐ দিনই বিকেলে এক লক্ষ টাকা মালিককে জিয়াগঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সন্দেহ ঐ বিপুল অঙ্কের টাকার সন্ধান পেয়েই দুষ্কৃতিরা পাম্পে চড়াও হয়।

বিজেপির জামুয়ার অঞ্চল কমিটি

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৮ জুলাই বাড়ালা বিজেপি কার্য্যালয়ে জেলা নেতৃত্বের নির্দেশে জামুয়ার অঞ্চল কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদকসহ কমিটিতে নয় জন সদস্য আছেন। সভাপতি নির্বাচিত হন নাইত গ্রামের ধনঞ্জয় সাহা ও সম্পাদক হন বাড়ালা গ্রামের অভিজিৎ মুখার্জী। এই অঞ্চল কমিটির সদস্যগণ পঞ্চায়েতের কাজে বিজেপির ভূমিকা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হলেন।

হাসপাতালে এক্সরে বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত এক সপ্তাহ থেকে মহকুমা হাসপাতালের এক্সরে বিভাগের কর্মীরা ছবি তোলা বন্ধ রেখেছেন। তাঁদের অভিযোগ ছবি ডেভেলাপ করা ট্যাঙ্কগুলি দীর্ঘকাল থেকে অকেজো হয়ে রয়েছে। বহু লেখালেখিতেও এর কোন প্রতিকার হয়নি। এক্সরে মেসিন, প্লেট সবকিছু থাকলেও অকেজো ট্যাঙ্কের মেরামতির দাবীতে ঐ বিভাগের কর্মীরা ছবি তোলা বন্ধ রেখেছেন।

মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৬ জুলাই স্থানীয় মাড়োয়ারী ধর্মশালায় গনকর ইমন কল্যাণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ও মূর্চ্ছণা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে ঘরোয়া পরিবেশে গুণী শিল্পীদের নিয়ে এক মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ব্যবস্থাপনায় জেলার শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন বীরেন হাজারী ও প্রবীর ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানে কলকাতার কয়েকজন শিল্পীর মধ্যে ছিলেন তরুণ শর্মা, সুবীর ভট্টাচার্য, কলকাতা আকাশবাণী ও দূরদর্শনের নিয়মিত শিল্পী জয়ন্ত সরকার ও প্রবীণ শিল্পী সরোজ দত্ত। তবলায় সহযোগিতা করেন কার্তিক ভৌমিক।

ল ক্লার্কদের রাস্তা অবরোধ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৯ জুলাই সারাদেশের সঙ্গে এখানেও ল ক্লার্ক এ্যাসোশিয়েসন রাস্তা অবরোধ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে আদালতে কাজ বন্ধ রেখে স্থানীয় হাসপাতাল মোড়ে প্রধান রাস্তা অবরোধ করে রাখেন। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হঠিয়ে দিলে তাঁরা মিছিল করে শহর পরিক্রমা করেন। তাঁদের আন্দোলনের সপক্ষে তাঁরা ১০ দফা দাবী সনদ সরকারের কাছে রাখেন। তার মধ্যে ১নং দাবী হলো শতবর্ষ পূর্বে সৃষ্ট মোহরার রুলসের সংশোধন ও পরিবর্তন করে ল ক্লার্ক এ্যাক্ট পাশ করতে হবে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও ল ক্লার্কদের জন্য কোন নূতন আইন তৈরী না হওয়া স্বাধীন দেশের পক্ষে লজ্জাকর বলে তাঁরা মনে করেন। তাঁদের দাবী পূরণ না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে ঘোষণা করেন।

চার বছর একটি জাতির জীবনে কী হয়?

ইতিহাসে একটি পৃষ্ঠা!

যদি এই চার বছরে উদারনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা নাড়িয়ে দিয়ে অসামান্য সাফল্য সাধিত হয়ে থাকে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক সুযোগসুবিধার দিক থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় যারা পিছিয়ে আছে তারা যদি পেয়ে থাকে সমমর্যাদার অতিরিক্ত কিছু।

এ ছিল
জুন ১৯৯১
- খামার উৎপাদন হ্রাস
- শিল্পসংক্রান্ত বৃদ্ধি নগণ্য
- রফতানির অবনতি
- নিঃশেষিত বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা
- বৈদেশিক পাওনা মিটানর অক্ষমতা
- দেশের সোনা বিদেশের ব্যাংকে বন্ধক
- রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা
- দেশ দেউলিয়া অবস্থার কিনারে

বর্তমান অবস্থা
জুন ১৯৯৫
- অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উন্মুক্ত-নূতন বিনিয়োগ প্রবাহ বহুক্ষেত্রে-শক্তি, টেলিকম, পেট্রোলিয়াম, ইস্পাত, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ...
- খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৮৬ মিলিয়ন ছুঁয়েছে-এটি সর্বকালীন বেশী উৎপাদন।
- দূর-দূরান্তে, প্রত্যন্ত এবং পাহাড়ী এলাকায় গণ বন্টন পদ্ধতি পুর্নগঠিত হয়েছে ১৯৯২ সালে-বর্তমান ১৭৭৫ টি ব্লকে এই ব্যবস্থা কার্যকর।
- কৃষক তার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য অধিকতর পারিশ্রমিক মূল্য পাচ্ছে। সার ভর্তুকি অব্যাহত আছে।
- ১৯৯৪-৯৫ সালে রফতানি নূতন উচ্চতায় পৌঁছে দাড়িয়েছে ৯২, ৩৩৮ কোটি টাকায়-আমদানিকৃত দ্রব্যের ৯০ শতাংশেরও বেশীর মূল্য এখান থেকে দেওয়া হচ্ছে।
- আর্থিক সমৃদ্ধি অধিক কাজ সৃষ্টি করছে-প্রতি বছর ৬ মিলিয়ন নূতন কাজ তৈরী হচ্ছে।
- জে আর ওয়াই ৫,৬৭০ মিলিয়নের বেশী মনুষ্য কর্ম দিবস উৎপন্ন করেছে।
- এমপ্লয়মেন্ট এস্যুরেন্স স্কীম ১৪ মিলিয়ন জনসাধারনের জন্য কাজের ব্যবস্থা করেছে।
- অনুর্বরজমি বিকাশ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে ২৩ হাজার হেক্টর জমি।
- গ্রামস্তরে গণতন্ত্র শক্তিশালী করার জন্য পঞ্চায়েতি রাজ আইন বলবৎ করা হয়েছে।

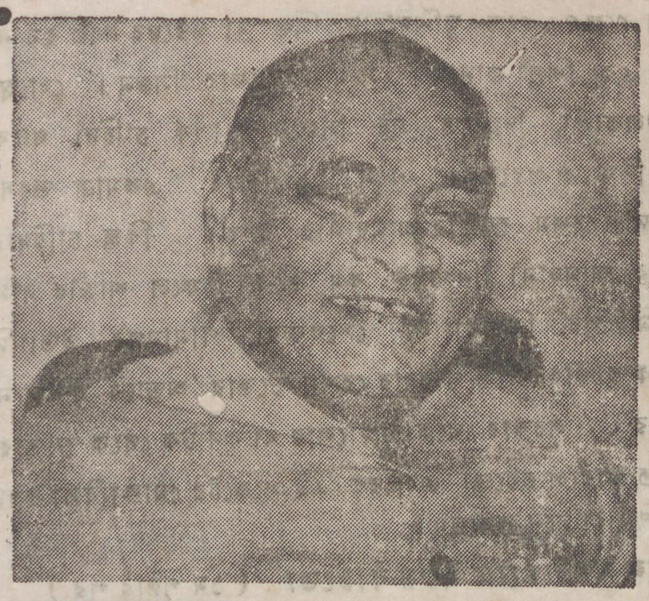

- তাঁতীদের কল্যাণমূলক কাজের জন্য ৬৮২ কোটি বরাদ্দ।
- মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা এবং রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ মহিলাদের হাতে ক্ষমতা প্রদানে সহায়ক হবে।
- টেলিফোন পৌঁছে যাবে দেশের সমস্ত গ্রামে ১৯৯৭ সালের মধ্যে।
- স্যাটেলাইট মানি-অর্ডার পরিষেবা শুরু হয়েছে।
- দূরদর্শন নেট ওয়ার্ক এখন ৭২৬ মিলিয়নের বেশী দর্শক দেখতে পারছেন।
- অল ইন্ডিয়া রেডিও-র আঞ্চলিক অনুষ্ঠান দেশের সর্বত্র উপলব্ধ।

দূর্বল শ্রেণীর স্বার্থে কল্যাণমূলক কাজ
- ও বি সি-দের জন্য ২৭ শতাংশ পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ও সরকারী উদ্যোগ সমূহে।
- সাফাই কর্মচারীদের জন্য জাতীয় কমিশন প্রতিষ্ঠিত।
- জাতীয় সংখ্যালঘু বিকাশ অর্থ কর্পোরেশান এবং জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের অর্থ এবং বিকাশ কর্পোরেশান স্থাপিত।

শান্তি এবং ঐক্যের জন্য প্রয়াস চলছে
- শান্তি এবং স্বাভাবিকতা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে পাঞ্জাব এবং আসামে।
- সন্ত্রাস রোধ ক'রে জম্মু এবং কাশ্মীরে স্বাভাবিকতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চলতে থাকবে।

জনগণের উত্থিত আশা-আকাংখা পরিপূরণ করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মন নিয়ে আমরা পঞ্চম বছরে প্রবেশ করছি। কেবলমাত্র একটি সম্পন্দিত জাতিই উচ্চ আশা-আকাংখা পোষণ করতে পারে।

নূতন দৃষ্টি
নূতন আশা

ভারত একটি বৃহৎ পদক্ষেপের উপক্রমে ঃ আমরা সকলে একত্রে মিলে একে বাস্তবায়িত করবই
পি ভি নরসিমহা রাও সরকারের চার বছর

davp 95/173 Ben

নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব শিরোনামে

মির্জাপুর : স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক করুণাময় দাস পঃ বঙ্গের ডাইরেক্টর অফ সোস্যাল ওয়েল ফেয়ারের প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা রূপায়ণের মনিটারিং কমিটির এন-জি-ও প্রতিনিধি মনোনীত হলেন। তাঁকে মুর্শিদাবাদ ও নর্থবেঙ্গলের প্রযুক্তিগত পরিকল্পনা রূপায়ণে নজর দেবার ভার দেওয়া হয়েছে। গত ২৬ থেকে ৩০ জুন নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় সার্ভিস এণ্ড টেকনোলজি পঃ বঙ্গ সরকার তাঁদের ব্যবস্থাপনায় ওয়াটারট্রিটমেণ্ট এর প্রচার ও সেমিনার করলেন। ক্লাবের ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবী মির্জাপুর অঞ্চলের ১০টি গ্রামে জলবাহিত রোগ ও জলের ব্যবহার নিয়ে স্কুল অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসোর্স সেণ্টারের শিক্ষণপ্রাপ্ত এক্সপার্টের নেতৃত্বে প্রচার ও সেমিনারের অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডাঃ এম, এল সাহা ও প্রাণী বিজ্ঞানী ডঃ অসীম মান্না।

রেশম শিল্পীরা সংকটের মুখে (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচিত দুটি ফলন মারখায়। এর ফলে রেশম সুতোর উৎপাদনে সংকট দেখা দেয়। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে চোরা পথে কোরিয়ান রেশম সুতো এলেও ওতে মুর্শিদাবাদ সিল্ক বা গরদের কাজ হয় না বলে অভিজ্ঞ এক শিল্পী জানান। সামনে পুজোর সিজন্। বোম্বে, গুজরাট, কলকাতা, দিল্লীতে এই সিজনে ব্যাপক চাহিদা থাকে মুর্শিদাবাদ সিল্ক ও গরদের। এখন শিল্পীদের একমাত্র ভরসা 'ভাতুরিয়াবন্দ' রেশম সুতোর আমদানীর উপর। কিন্তু চাহিদার তুলনায় তার আমদানী নিশ্চয়ই কম হবে। ফলে শাড়ীর দাম বাড়বে। মির্জাপুর, পিয়ারাপুর, সেকেন্দরা, পানানগর ইত্যাদি গ্রামের কয়েক হাজার তাঁতি পরিবার রেশম সুতোর অভাবে বর্তমানে একদম বেকার। সরকার থেকে বাঙ্গালোর বা কর্ণাটক থেকে সুতোর যোগান দিতে পারলে হয়তো এবারের এই সংকটের মোকাবিলা করা যাবে বলে শিল্পীরা মনে করছেন।

পাকা করলে যাতায়াতে সময় বাঁচতো (১ম পৃষ্ঠার পর)

করেননি। যদি এটিকে ঠিকমত জরিপ করে হাইওয়ে করা হয় তবে উমরপুর থেকে মোড়গ্রাম ব্রীজ না ঘুরে জরুরের মধ্যে দিয়ে মাত্র ১১ মাইলের মাথায় লোহাপুর হয়ে বীরভূমে ঢুকে পড়তে পারে। এতে যেমন আশেপাশের গ্রামের লোকের যোগাযোগের পথ সুগম হয়, তেমনি উত্তরবঙ্গ ফরাক্কার যাত্রীরাও অল্প সময়ের মধ্যে বীরভূমে যেতে পারেন। এবং ঘোরাপথে না গিয়ে এ রাস্তা দিয়ে স্বচ্ছন্দ্যে ভারতের পশ্চিম বা দক্ষিণাঞ্চলে যাতায়াত করতে পারে আসাম বা উত্তরবঙ্গের মানুষ। এটা বেশ মজবুত প্রাচীন রাজপথ। অল্প ব্যয়েই এর সংস্কার করে আধুনিক পাকা চওড়া রাস্তায় পরিণত করা সম্ভব বলে জনগণ মনে করেন। এতদঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই বাদশাহী সড়কটির আধুনিক রূপ দেবার ও তাঁদের যাতায়াতের সুবিধা করে দেবার দাবী জানিয়ে আসছেন। কিন্তু আজও সরকার পক্ষ থেকে কোন সক্রিয় সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়

অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা জল, মাটি ও পথ্যের সাহায্যে, বিনা অপারেশনে, জটিল রোগ—আমাশয়, হাঁপানি, বাত, রক্তচাপ, বহুমূত্র, একজিমা ও স্ত্রীরোগ প্রভৃতি নির্মূল করার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

Dr. Ujjal Kumar, D.N.T. (Cal.) Naturopath

Naturopathy Hospital

At-Brahmangram, P.O. Nayansukh
Farakka, Murshidabad (W. B.)

সারের দাম বাড়ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

হচ্ছে বিনা মেমোয় বিক্রি। বাড়তি দাম না দিতে চাইলে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'সার নাই'। আর বাড়তি পয়সা মেমো না নিয়ে দিতে পারলেই সারের কোন অভাব থাকছে না। চাষীরা সে কারণেই মহকুমা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবী করছেন তাঁদের এ সঙ্কট মোচনের জন্য। নইলে এই মরশুমে চাষ প্রবলভাবে মার খাবে।

বোতলে ঢালাও মদ বিক্রী হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিদেশী মদ। রাত্রি আটটা/ন'টার পর মোরগ্রাম বাসষ্ট্যাণ্ড চলে যায় সমাজ-বিরোধী আর মদ-মাতালের হাতে। সেই সময় সাধারণ লোকের ওখান দিয়ে যাওয়া আসা করা মুশকিল হয়ে ওঠে। অন্য এক সংবাদে জানা যায় সাগরদীঘি থানার ভূমিহর ও তার আশপাশের গ্রামে ব্যাপক চোলাই মদের কারবার চলছে। পুলিশ ও আবগারী দপ্তরকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন।

আফিডেবিট

আমি মধুসূদন বাগদী, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট, আজ ২৬ জুলাই ১৯৯৫ নোটারী আদালত জঙ্গিপুরে এক আফিডেবিট করলাম। ওই আফিডেবিট বলে আমার কন্যা শ্রাবন্তী বাগদী এবং পুত্র মানস বাগদী আজ হতে শ্রাবন্তী রায় ও মানস রায় নামে পরিচিত হ'ল।

বিজ্ঞপ্তি

দেশবন্ধু যতীনদাস মহকুমা গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির নির্বাচন আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ রবিবার এবং সাধারণ সভা আগামী ৩-৯-৯৫ রবিবার রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ে বেলা ৪ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে। সাধারণ সভায় সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

নিমাই সেনগুপ্ত
সম্পাদক,
দেশবন্ধু যতীনদাস মহকুমা গ্রন্থাগার,
রঘুনাথগঞ্জ

জায়গা বিক্রী

মিঞাপুর তরকারী বাজারের সন্নিকটে রাস্তা লাগোয়া সামনে ও পিছনে সমান পরিমাণ জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হবে। এছাড়া এসডিও এবং এসডিপিও অফিসের কাছে বালিঘাটা সদর রাস্তার উপর ৬ কাঠা জায়গা বিক্রী হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

চুনীবাবু, বালিঘাটা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (৭৪২২২৫)

ফাঁকা ঘর বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় ৩ শতক জায়গার উপর প্রধান রাস্তার ধারে যে কোন ব্যবসার উপযুক্ত ফাঁকা ঘর বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ করুন—

শ্রীরমাপতি মণ্ডল, রঘুনাথগঞ্জ
সুভাষপল্লী (ষ্টেট ব্যাঙ্কের নিকট)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।